নিয়মিত কলাম

বাংলার জনপদ

ফাদার সুনীল রোজারিও

একটি নক্ষত্রের পতন – ৭

আগের সংখ্যায় উল্লেখ করেছিলাম যে, রেডিও ভেরিতাস এশিয়ার বাংলা বিভাগের কাউন্সিল গঠনের জন্য আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ মাইকেল ডি'রোজারিও, সিএসসি ফাদার জ্যোতি এ, গমেজ, ফাদার সুব্রত টলেন্টিনো, সিএসসি এবং এই অধম কোলকাতায় গিয়েছিলাম। আর্চবিশপ সে বৈঠকে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন। বলতে গেলে তার উদ্যোগেই বাংলা কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং বাংলা কাউন্সিল গঠিত হয়েছিলো। উনি ছিলেন 'ম্যান অব প্র্যাকটিক্যাল' সেটার স্বাক্ষর তিনি রেখেছিলেন। কথায় তেমন রসকষ নেই। যা বলতেন সোজা সাফটা। তাতে করে কেউ বেজার হলে কিছু এসে যায় না। কোলকাতার সেই বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে যদিও আমরা মোট ৫জন উপস্থিত ছিলাম। তবে আমি এবং ফাদার সুব্রত সামান্য কিছু সময় উপস্থিত ছিলাম বৈঠকে। আমরা তো নীতি নির্ধারক নই কর্মী মাত্র। কোলকাতায় বৈঠক শেষে আর্চবিশপ ও অন্যেরা ঢাকায় ফিরে আসেন আমি এবং সুব্রত টলেন্টিনো কোলকাতায় রয়ে যাই। কাউন্সিলে যোগদানের জন্য বাংলা বিভাগের প্রধান শিশির বসু তখন কোলকাতায়। ওর সাথে কয়েকদিন কোলকাতার অলিগলি ঘুরে ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জানুয়ারী এয়ার ইন্ডিয়া ধরে প্রথমে হংকং এবং পরে ক্যাথে প্যাসিফিক ধরে মেনিলায় গিয়ে পৌছি। এখানে আবারও বলে নিই যে, রেডিও ভেরিতাস এশিয়া হলো এশিয়ার ক্যাথলিক বিশপ সম্মিলনী (এফএবিসি) কর্তৃক পরিচালিত একটা আন্তর্জাতিক নন কমার্শিয়াল বেতার প্রতিষ্ঠান। তখন মোট ১৪টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। আর মোট কর্মী সংখ্যা ছিলো ২০৮জন। এখন অবশ্য প্রযুক্তির উন্নত হওয়ায় কর্মী অর্ধেকের বেশী ছাটাই হয়ে গেছে।

মেনিলায় অন্য ধরনের রুটিন শুরু হলো। রেডিওতে কাজ করা খুবই আনন্দের তবে পরিশ্রম অতিরিক্ত। এর সাথে কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম এখানে কাজ যতোই পেশাদার হোক না কোনো ম্যানেজমেন্ট খুব দুর্বল এবং বিভিন্ন দেশের কর্মীদের মধ্যে বা কর্মীদের নিয়ে একটা বাজে পলিটিক্স চালু রয়েছে। আমরা বাংলাদেশী দুই ফাদার বরাবরই পলিটিক্স থেকে আড়াল থাকার চেষ্টা করেছি।

রেডিও ভেরিতাসে থাকাকালীন সময়ে আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও দুইবার মেনিলা সফর করেছেন। একবার ছিলেন মেনিলার কুবাও শহরের সেন্ট কার্লো সেমিনারীতে এবং দ্বিতীয়বার ছিলেন মেনিলা থেকে প্রায় ৬০ কিলোমিটার দূরে তাগায়তয় শহরে। এফ.এ.বি.সি'র বিভিন্ন কমিটির মিটিংএ যোগদানই ছিলো তার মেনিলা সফরের মূল লক্ষ্য। আমরা অপেক্ষায় থাকতাম বৈঠক শেষে কখন তিনি ভেরিতাস সফর করবেন। দুইবারই আর্চবিশপের মেনিলা সফরের শেষ দুইদিন ছিলো ভেরিতাস সফর। এই ভেরিতার সফরের একটা যৌক্তিক কারণও ছিলো। তিনি চাইতেন যে ক'জন খ্রীষ্টান বাংলাদেশী মেনিলায় রয়েছে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের দেওয়া এটা সেটা বিতরণ করা। তবে জিনিস নেওয়া আনার ব্যাপারে তিনি একটা ব্যাগেজ নীতি ফলো করতেন। সিষ্টারগণ তার ব্যাগ গোছাবার সময় বলে দিতেন, তার নির্ধারিত ব্যাগে যেটুকু ধরবে মাত্র সেটুকুই নিবেন। বাড়তি লাগেজ তিনি নিতেন না। যাই হোক বাড়ী বাড়ী গিয়ে তার পক্ষে এই সাক্ষাত সম্ভব নয় বলে ভেরিতাসকেই মিলনের ভেন্যু হিসাবে ব্যবহার করতেন। আমাদের প্রথম কাজ ছিলো আর্চবিশপের পক্ষে বাংলাদেশীদের নিমন্ত্রণ জানানো। দ্বিতীয়তঃ আর্চবিশপকে মিটিংস্থল থেকে ভেরিতাসে নিয়ে আসা এবং শেষ কাজ হলো রান্না বান্না। একটা উৎসব বেধে যেতো। আরো একটা কাজ অবশ্য আমাদের করতে হতো সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। আমাদের রান্না বান্না সম্পর্কে একটু বলতেই হয়। পড়ি কী মরি রান্নার কাজটা বরাবর নিজেদেরই করতে হতো। ফিলিপিনো খাবার খেলেই পেটে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়ে যেতো। ঝাল মসলা তেলবিহীন সেদ্ধ । ঐসব সেদ্ধ আমাদের দেশে কোনো গাভীকে দিলে দুধ হয়তো বাড়বে। তা যাই হোক, প্রথম প্রথম আমাদের রান্নাও যে আহামরি কিছু একটা হতো তা কিন্তু বলছি না। শিশির বসু কিছুটা পারতো আর ফাদার সুব্রত আমার ৬মাস আগে গিয়ে শিশিরের কাছ থেকে ভর্তা ভাজি শিখেছিলো। রান্নার ঐটুকু যৌথ অভিজ্ঞতা নিয়েই আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিওর মতো একজন ভোজনপ্রিয় মানুষকে আপ্যায়ন করা হতো।

বাংলাদেশে যে আর্চবিশপের ভেচকীতে বাঘ আর মোষ এক ঘাটে পানি খায় সে ফিলিপাইনে এসে একেবারে ভিন্ন জগতের মানুষ। মুখে গাম্ভীর্যতা নেই, কণ্ঠস্বর নরম। তার মধ্যে এতো হাসি রসিকতা কৌতুক যে ছিলো শুধুমাত্র বিদেশে বসেই সেটা দেখেছিলাম। রমনায় ফিরে তিনি বদলে যেতেন। শিশির বসু বলতেন, 'আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও আপনাদের বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার হলে দেশকে খুব ভালো চালাতে পারতেন।' আমার মনের ভেতর উত্তরটা অনেকদিন জটলা বেধে ছিলো, 'তাহলে আর্চবিশপের নিঃশ্বাসটা আরো সংক্ষিপ্ত হতো।' রেডিও ভেরিতাসে দুইবারের সফরের মাঝেই একটু সময় বের করে নিতেন কেনাকাটা করার জন্য। এটা ছিলো আমাদের জন্য তার সর্বশেষ কাজ। তবে তার কেনাকাটার ধরণ দেখলে হাসি পেতো। দেশের কাথলিক সমাজের একজন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার কেনা কাটার ঢং দেখে আর বাচি না। যখন কেউ বিদেশে যায় তখন ভালো কাপড়, সোনা দানা, ঘড়ি মোবাইল সেট এগুলো কিনে আনে। কিন্তু আর্চবিশপ মাইকেল ওগুলোর মধ্যে নেই। তার দরকার লবণের পেয়ালা, লেবু চিপার যন্ত্র, বোতাম, ছোটো ছোটো চুম্বকের বার, নাট, বল্টু, স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সুপার মার্কেটগুলো মেনিলায় অবস্থিত। সেই সব ৫ তলা ৬ তলা সুপার মার্কেট ঘুরে এই সব টুকি টাকি বস্তু সংগ্রহ করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হতো। আর্চবিশপের সঙ্গ পেয়ে আমরা খুশী বলে তাকেও খুশী করার চেষ্টা করতাম। রেডিও ভেরিতাসে থাকাকালীন সময়ে এবং তার পরেও আমি বহুবার মেনিলাতে যাওয়া আসা করেছি। প্রায় প্রত্যেকবারই একই ক্যাটাগরীর মালামাল তার জন্য জোগাড় করতে হতো। এগুলো ছাড়াও অনেকবার আর্চবিশপকে দামী শার্ট গিফট দিয়েছি কিন্তু কোনোদিন সেগুলো পরতে দেখিনি। অন্যের গায়ে সেসব শার্ট দেখে জিজ্ঞেস করতে চাইতাম, এটা আর্চবিশপের দেওয়া কি-না। বিলাসিতা মোটেও পছন্দ করতেন না। একদিন এক সাথে একটা বিশেষ মিটিংএ যাচ্ছি যেখানে আরো গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবেন। আর্চবিশপের পায়ে সেই স্নান ঘরের সেন্ডেল। আমি সাহস করে বললাম, 'আর্চবিশপ সেন্ডেলটা বদল করে দিবো।' আর্চবিশপের সেই রসকষহীন জবাব, 'এই সেণ্ডেলে আমাকে কেউ চিনবে না? দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আর্চবিশপের জন্য এক জোড়া আকুপাংচার সেন্ডেল এনে দিয়েছিলাম। ঐ একটা জিনিসই ওনাকে নিয়মিত পরতে দেখেছি।'

দেখতে দেখতে আর্চবিশপের প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী এসে গেলো। ভাবতে কষ্ট হয়। অনেকে তার কবরে যাবেন ফুল দিতে, প্রার্থনায় বসবেন, আলোচনা হবে। আমার ইচ্ছা পূরণ হবে না তার কবরে যাওয়ার। তাই এই ক্ষুদ্র লেখাটিই তার অমর আত্মার উদ্দেশ্যে হোক আমার প্রাণের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(চলবে)